বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫-২০১৬

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়সমূহ		পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ		**i**
২	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ		**ii- iii**
৩	ভূমিকা		১
৪	**প্রশাসন অনুবিভাগ**		২
	i.	জনবল কাঠামো	২
	বাজেট বরাদ্দ		৩
	i.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়	৩
	ii.	জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তার কার্যালয়	৫
	iii.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	৬
৫	**কাবিখা অনুবিভাগ**		৭
	ক. কাবিখার কার্যক্রম		৭
	i.	বিভাগ ওয়ারী কাবিখার চুড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ	১৬
	ii.	জেলা ওয়ারী কাবিখার চুড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ	১৭
	iii.	উপজেলা ওয়ারী কাবিখার চুড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ	২০
	iv.	**টিআর কার্যক্রম**	১৪১
	v.	বিভাগ ওয়ারী টিআর চুড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ	১৪৬
	vi.	জেলা ওয়ারী টিআর চুড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ	১৪৭
	vii.	উপজেলা ওয়ারী টিআর চুড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ	১৫০
৬	**মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ**		৩৯২
৭	**ভিজিডি অনুবিভাগ**		৪০১
৮	**ত্রাণ অনুবিভাগ**		৪০৫
৯	**প্রশিক্ষণ ও গবেষণা অনুবিভাগ**		৪০৯
১০	**এমআইএম অনুবিভাগ**		৪১১
১১	**পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ**		৪১২
১২	বিভিন্ন প্রকল্পসমূহ :		৪১২
	i.	গ্রামীণ রাস্তা ছোট ছোট (১২) মিঃ দীর্ঘ পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (৩য় পর্যায়)	৪১২
	ii.	পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চলে ছোট ছোট (১২) মিঃ দীর্ঘ পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প	৪১৭
	iii.	ECRP-Disaster Risk Mitigation and Reduction D-1	৪২১
	iv.	বন্যা নদী ভাংগন এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৪২২
	v.	আরবান রেজিলেয়েন্ট প্রকল্প	৪২৩
	vi.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প	৪২৪
	vii.	প্রকিউরমেন্ট অব ইক্যুইপমেন্ট ফর সার্চ এ্যান্ড রেসকিউ অপারেশ ফর আর্থকোয়েক এ্যান্ড আদার ডিজাষ্টার প্রকল্প (ফেজ-২)	৪২৪
	viii.	ENSP প্রকল্প	৪৩২

মুখবন্ধ

ভৌগলিক অবস্থান, ভূতাত্ত্বিক গঠন ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় অবস্থিত একটি দেশ। প্রতিবছর আমাদের বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি মোকাবেলা করতে হয়। এ সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে গ্রামীণ অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। আর এ সকল দুর্যোগে সৃষ্ট ক্ষতি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমুহের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও দারিদ্র বিমোচন।

এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, উপকুলীয় অঞ্চলে বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ভিজিএফ কর্মসূচিও এ অধিদপ্তর পরিচালনা করে আসছে। তাছাড়াও বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, খরা, পাহাড় ধ্বস, অগ্নিকান্ড, শৈত্য প্রবাহ ও বিভিন্ন প্রকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মাঝে খাদ্য সহায়তা, ঢেউটিন, নগদ অর্থ ও শীত বস্ত্র প্রদান করা হয়ে থাকে।

আলোচ্য প্রতিবেদনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত মানবিক সহায়তা কর্মসূচি, জরুরী সাড়াদান কর্মসূচি এবং অন্যান্য কর্মসূচির প্রকল্পসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির অর্জিত ফলাফল এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কেও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা অধিদপ্তরের কর্মসূচি সমুহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে এবং এ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি সম্পর্কে সকলে ওয়াকিবহাল হতে পারবেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কার্যক্রম সংক্রান্ত এ প্রতিবেদন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন তৎপরতা ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসুচিতে এ অধিদপ্তরের ভূমিকা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে আমি মনে করি। মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবী রাখে। এ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনায় যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি আগামীতে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে এ প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

০৫/৩/১৭

(মোঃ রিয়াজ আহমদ)
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা
ই-মেইল :dg@ddm.gov.bd

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র ও দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এ দেশের প্রায় ২৪.৬ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমা এবং ১২.৯ ভাগ মানুষ অতিদারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে থাকে। আর দারিদ্রতার অন্যতম কারণ কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সূচনালগ্ন হতেই দুর্যোগপূর্ব, প্রস্তুতিমূলক, দুর্যোগকালীন ত্রাণ কার্যক্রম এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ ছাড়াও এই অধিদপ্তর জরুরী মানবিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগ কবলিত মানুষকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে থাকে। ফলে বর্তমানে যে কোন দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পূর্বের চেয়ে বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো নির্মাণ/পুন:নির্মাণ এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে এ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের এতদসংক্রান্ত প্রধান প্রধান কার্যাবলী সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ২,৭১২টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে বর্তমানে ২,০১৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত এবং ৬৯৪টি পদ শূণ্য রয়েছে। এ ছাড়া ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূণ্য পদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। দুর্নীতি ও শৃংখলাজনিত কারণে ২০ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। তন্মধ্যে ০৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দন্ড প্রদান এবং ১৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিরুদ্ধে ৮১টি রীট মামলা রুজু রয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন শ্রেণীর পদে কর্মরত ৭৩ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসুচির আওতায় বরাদ্দকৃত ১,৮৮,৪৯৪.০১০৫ মে: টন খাদ্যশস্য দ্বারা ২৫,৩৩৪ টি এবং নগদ অর্থ ৫৩৬,৮৩,৪৪,৫৬৮.৭৩ টাকা দ্বারা ১৮,৭২৮ টি প্রকল্পসহ মোট ৪৪,০৬২ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। তন্মধ্যে উত্তোলিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১,৮৬,৫৪৭.২৮৬১ মে: টন, ব্যয়িত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১৮৬,,৫৪৭.২৮৬১ মে: টন এবং অনুত্তোলিত ১,৯৪৬.৭২৪৫ মে: টন এবং উত্তোলিত ও ব্যয়িত নগদ অর্থ ৫৩২,১৫,৬৪,৪৯২.৩০ টাকা। ব্যয়িত খাদ্যশস্য দ্বারা ১১০২৭ টি রাস্তা-১৪,৯৪৫.১২১ কিলোমিটার, ২১৮৩ টি মাঠ/প্রতিষ্ঠান- ৩০৮৬৮৯৯.৭৭ বর্গমিটার, ১৯১ টি বাঁধ নির্মাণ- ৩৮৪৫৯.১৭ কিলোমিটার, ১৬০ টি খাল খনন- ২০০২৯.০০ কিলোমিটার, ২১৯ টি পুকুর খনন/সংস্কার- ৭২৫৫১.৮০ বর্গমিটার, ২৩৮১৮ টি হোম সিস্টেম- ৩৬৭৮৫০৬ ওয়ার্ড, ৯১৯ টি মিনি/মাইক্রো/ন্যানোগ্রীড- ১৮৫৪৬৯.০০ ওয়ার্ড, ২৪৪টি সেচ পাম্প- ২১৯৮১.১৬ ওয়ার্ড, ৬০ টি বায়োগ্যাস প্লাণ- ৪৫০৫.৩০ ও ৩৮টি এক/দ্বি-মূখী উন্নত চুলা-৭৮৬০.৮০ ঘনমিটার। ব্যয়িত নগদ অর্থ দ্বারা ৭২১৬ টি রাস্তা-১৫৯৭২.৩০০ কিলোমিটার, ১৮১৪ টি মাঠ/প্রতিষ্ঠান- ২২৪০২০২.৯০ বর্গমিটার, ১৩০ টি বাঁধ নির্মাণ- ১২৯২.৬৪ কিলোমিটার, ১০১ টি খাল খনন-১২৯২.৬০ কিলোমিটার, ২৯১ টি পুকুর খনন/সংস্কার- ১৪১২৬১.৯০ বর্গমিটার, ২২৭৩১ টি হোম সিস্টেম- ২৮০৭৮৯২ ওয়ার্ড, ২১৪৩০ টি মিনি/মাইক্রো/ন্যানোগ্রীড- ১১৪৪৭.৮০ ওয়ার্ড, ২৫১ টি সেচ পাম্প- ৫৬০০.০০ ওয়ার্ড, ১২৯ টি বায়োগ্যাস প্লাণ- ৪৬৭৬.৯০ ও ৪২ টি এক/দ্বি-মূখী উন্নত চুলা- ৭৮৬৪.৮০ ঘনমিটার। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে ৪,২৮,১৫,৬৩৩ জন সুফল ভোগ করছে।

কাবিখা (খাদ্যশস্য/নদগ অর্থ) দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ (এক নজরে) :

বরাদ্দের ধরণ	মোট বরাদ্দ	ব্যয়	বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্পের ধরণ ও সংখ্যা							বাস্তবায়িত প্রকল্পের দৈর্ঘ্য/বর্গমি./ওয়ার্ড						সুফল ভোগীর সংখ্যা	শতকরা হার
				রাস্তা	মাঠ/প্রতিষ্ঠান সংস্কার	খাল	সোলার/ হোম সিস্টেম	মিনি/ মাইক্রো /ন্যানো-গ্রীড	বায়োগ্যাস	উন্নত চুলা	রাস্তা (কিমি)	মাঠ/ প্রতিষ্ঠান সংস্কার	খাল (কিমি)	সালার/ হোম সিস্টেম (WP)	মিনি/ মাইক্রো/ ন্যানোগ্রীড (KW)	বায়ো গ্যাস		
খাদ্য শস্য	১৮৮৪৯৪.০১০৫	১৮৬৫৪৭.২৮৬১	২৫৩৩৪	১১০২৭	২১৮৩	১৬০	২৩৮১৮	৯১৯	৭৩	৪	১৪৯৪৫.১২১	৩০৮৬৮৯৯.৭৭	২০০২৮.৯৬	৩৬৭৮৫০৭.০০	১৮৫৪৬৯	৪৫০৫.৩০	১৯৩১১০৮৫	১০০%
টাকা	৫৩৬৮৩৪৪৫৬৮.৭৩	৫৩২১৫৬৪৪৯২.৩০	১৮৭২৮	৭২১৬	১৮১৪	১০১	২২৭৩১	২১৪৩০	৬০	৩৮	১৫৯৭২.৩৩৪	২২৪০২০২.৯১	১২৯২.০০	২৮০৭৮৯২.০০	১১৫৫২৭	১৭১.৬০	২৩৫০৪৫৪৮	১০০%
মোট	-	-	৪৪০৬২	১৮২৪৩	৩৯৯৭	২৬১	৪৬৫৪৯	২২৩৪৯	১২৯	৪২	৩০৯১৭.৪১৮	৫৬২৭১০২.৭	২১৩২১.৬০	৬৪৮৬৩৯৮	১৯৬৯১৬.৮০	৪৬৭৬.৯০	৪২৮১৫৬৩৩	১০০%

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসুচির আওতায় বরাদ্দকৃত **১৬৪৫৭৬.৪৮৬৩** মে: টন খাদ্যশস্য দ্বারা ৭৬৫৪৬ টি এবং **৫১৪৪০৯৩৯৯৮.৩৫** নগদ অর্থ দ্বারা ৮১১২১ টি প্রকল্পসহ মোট ১৫৭৬৬৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। তন্মধ্যে উত্তোলিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ **১৬৪৪৪৮.১৯৩৬** মে: টন, ব্যয়িত খাদ্যশস্যের পরিমাণ **১৬৪৪৪৮.১৯৩৬** মে: টন, অনুত্তোলিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১২৮.২৯২৭ মে: টন এবং নগদ উত্তোলিত ও ব্যয়িত টাকার পরিমাণ **৫১৪৪০৯৩৯৯৮.৩৫** টাকা। উল্লিখিত বরাদ্দকৃত সম্পদের শতকরা ৫০ ভাগ সম্পদ দ্বারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সবার জন্য বিদ্যুৎ। এ উদ্যোগের জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সারাদেশের হাট বাজার, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং দুঃস্থ পর্যায়ের জনগোষ্ঠির বাড়িতে **৮৫৫০৪** টি সোলার প্যানেল ও ১৮৬১ টি মিনি/মাইক্রো/ন্যানোগ্রীড এর মাধ্যমে **২৫,৩৫,৬৮৮** ওয়ার্ড বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া জ্বালানী সাশ্রয়ের লক্ষ্যে দুঃস্থ পর্যায়ের জনগোষ্ঠির বাড়িতে ৩৫ টি বায়োগ্যাস প্লান্ট ও ২৯৫ টি একমূখী/দ্বি-মূখী চুলা স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে **৩,৫৪,৬৯,২০৩ জন সুফলভোগ করছে**।

টিআর (খাদ্যশস্য/নদগ অর্থ) দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ (এক নজরে) :

বরাদ্দের ধরণ	মোট বরাদ্দ	ব্যয়	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্পের ধরণ ও সংখ্যা							বাস্তবায়িত প্রকল্পের দৈর্ঘ্য/বর্গমি./ওয়ার্ড						সুফলভোগীর সংখ্যা	শতকরা হার
				রাস্তা	মাঠ/ প্রতিষ্ঠান সংস্কার	খাল	সোলার/ হোম সিস্টেম	মিনি/মাইক্রো/ন্যানোগ্রীড	বায়োগ্যাস	উন্নত চুলা	রাস্তা (কিমি)	মাঠ/ প্রতিষ্ঠান সংস্কার	খাল (কিমি)	সালার/ হোম সিস্টেম (WP)	মিনি/ মাইক্রো / ন্যানো-গ্রীড (KW)	বায়ো গ্যাস		
খাদ্য শস্য	১৬৪৫৭৬.৪৮৬৩	১৬৪৪৪৮.১৯৩৬	৭৬৫৪৬	১৮২৫১	১০৯৭০	২২১	৩৭০২১	১১০৮	৩৩	৪৯	১৯৪৭৯৫.২৬	১৫২৮২৫৪.৫৭	১৩৬৭.৭০	২৮৩৫৬৭৮	১১৬১২১.০০	৩২৪১.৬০	১৮৫২২৬০১	১০০%
টাকা	৯০২৭৭৯৯২.১৭	৫১৪৪০৯৩৯৯৮.৩৫	৮১১২১	২২৩২৩	১৩০৮৭	৩৮৭	৪৮৪৮৩	৭৫৩	২	২৪৬	৮০১০.৮৫	১৩৭২৪৩৪.০	১০.০৬	১০	২৫০৯৩৪৪.০	৫৭৫.৫০	১৬৯৪৬৬০২	১০০%
সর্বমোট=	-	-	১৫৭৬৬৭	৪০৫৭৪	২৪০৫৭	৬০৮	৮৫৫০৪	১৮৬১	৩৫	২৯৫	২০২৮০৬.১১	৩৯৯৫৮৮২.৩৬	২৯০০৮.৫৭	২৫৩৫৬৮৮	২৬২৫৪৬৫	৩৮১৭.১০	৩৫৪৬৯২০৩	১০০%

জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের-কে ৩টি ব্যাচে ৭৫ জন-কে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের সোলার প্যানেল স্থাপনের উপর ২৫ জন-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় আপন নিরুপণ ও ঝুঁকিহ্রাস এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর বিভিন্ন পর্যায়ের ২,৬৫৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ভিজিএফ কর্মসুচির আওতায় কাডধারী দু:স্থ ১,০৫,৩৫,৬৬৬ জন উপকারভোগির জন্য খাদ্যশস্য হিসেবে ৩৫,৩১,৬৩,৭৮০ মে: টন এবং খাদ্যশস্যের পরিবহন ব্যয় বাবদ ১,৮৯,৪০,৫০৮.৪২ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ত্রাণ অনুবিভাগ হতে ৬৪ জেলায় জিআর চাল ২৬,৯৫০.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ ১১,৯৯,৭৫,০০০/- টাকা, ৬ টি জেলার ১৩ টি অবাঙ্গালী (বিহারী) ক্যাম্পে ৬৫.০০ কোটি টাকার বিদ্যুৎ বিল এবং পানি ও পয়: বিল বাবদ ১৬,০০,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ৩৭,০০,০০০/- টাকা জেলা প্রশাসক বরাবর বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। শারদীয় দূর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৯,৩৪৪ টি পূজামন্ডপে আগত ভক্তদের আহার্য বাবদ ১৪,৬৭২.০০০ মে: টন জিআর চাল এবং ১৪ জেলায় প্রবারনা পূর্ণিমা ও কঠিন চিবর দানোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১,২০৮ টি বৌদ্ধ মন্দিরে আগত ভক্তদের আহার্য বাবদ ৬০৪.০০০ মে: টন জিআর চাল জেলা/উপজেলার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।

জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত গ্রামীণ রাস্তায় ৪,৮০৪ টি এবং পার্বত্য জেলায় ১৯৬ টিসহ সর্বমোট ৫,০০০ টি ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৬৮৪৩৫.৯০ লক্ষ টাকা ও ৫৪২৭.০০ লক্ষ টাকায়।

বন্যা প্রবণ ও নদী ভাংগন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪৩ টি জেলায় এবং ১৫৪ টি উপজেলায় ১৭৪৬১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ১৫৬ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে ৬৬ টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে। যার মধ্যে ৫৩ টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল পদ্ধতিতে শুভ উদ্বোধন করেছেন। অবশিষ্ট ৯০ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের কাজ গড়ে ৭৫% সম্পন্ন হয়েছে । অবশিষ্ট কাজ জুন, ২০১৭ এর মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের ৮ম হতে ১০ম তলার সম্প্রসারণের কাজ জুন ২০১৬ শেষ হয়েছে। এ কাজ শেষে ব্যয় হয়েছে ১,১৫৩.১২ লক্ষ টাকা।

আরবান রেজিলেয়েন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ভৌত কাজের অগ্রগতি ৩২% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩.৬৫%। ২০২০ সালের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ শেষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভূমিকম্প উদ্ধার যন্ত্রপাতি ক্রয়ে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮,৭৯৪.৫৪ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৮৩%। অবশিষ্ট কাজ ডিসেম্বর, ২০১৭ সালের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।